আমরা বন্ধু

niketan নিকেতন ফাউন্ডেশন

আমরা বন্ধু

It's my body পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বুকলেট-৩

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৬

রচনা ও পরিকল্পনা
Antoinette Termoshuizen
আবু রেজা
হাসনাইন সবিহ্ নায়ক

অলংকরণ
উর্মি রহমান

কমপিউটার গ্রাফিক্স
জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা
এ. লতিফ পলাশ
মো. সাখাওয়াত হোসেন জুয়েল
মো. শামীম হোসেন

প্রকাশনায় Niketan Foundation

Itterbeek 7, 2641TW Pijnacker, The Netherlands
www.niketan.nl/en

মুদ্রণ ও প্রকাশনা সমন্বয়
টইটম্বুর মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
৪০/৩ নয়াপল্টন (২য় তলা), ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
ইমেইল : toitomboor@gmail.com

ISBN : 978-984-8869-70-3

মূল্য : প্রতিটি বুকলেট – ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
বুকলেট ১-৫ – ৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা)

বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে

আমরা বন্ধু

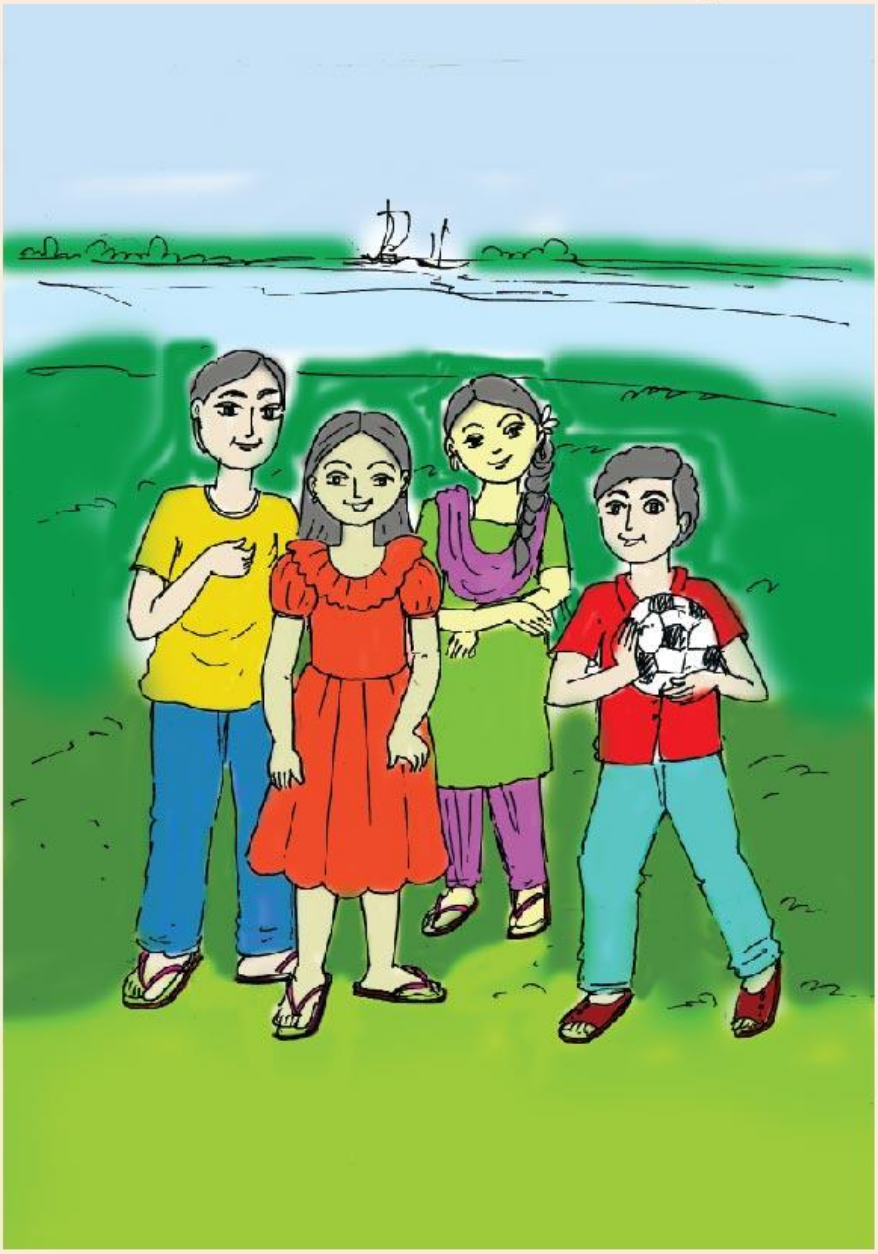

niketan নিকেতন ফাউন্ডেশন

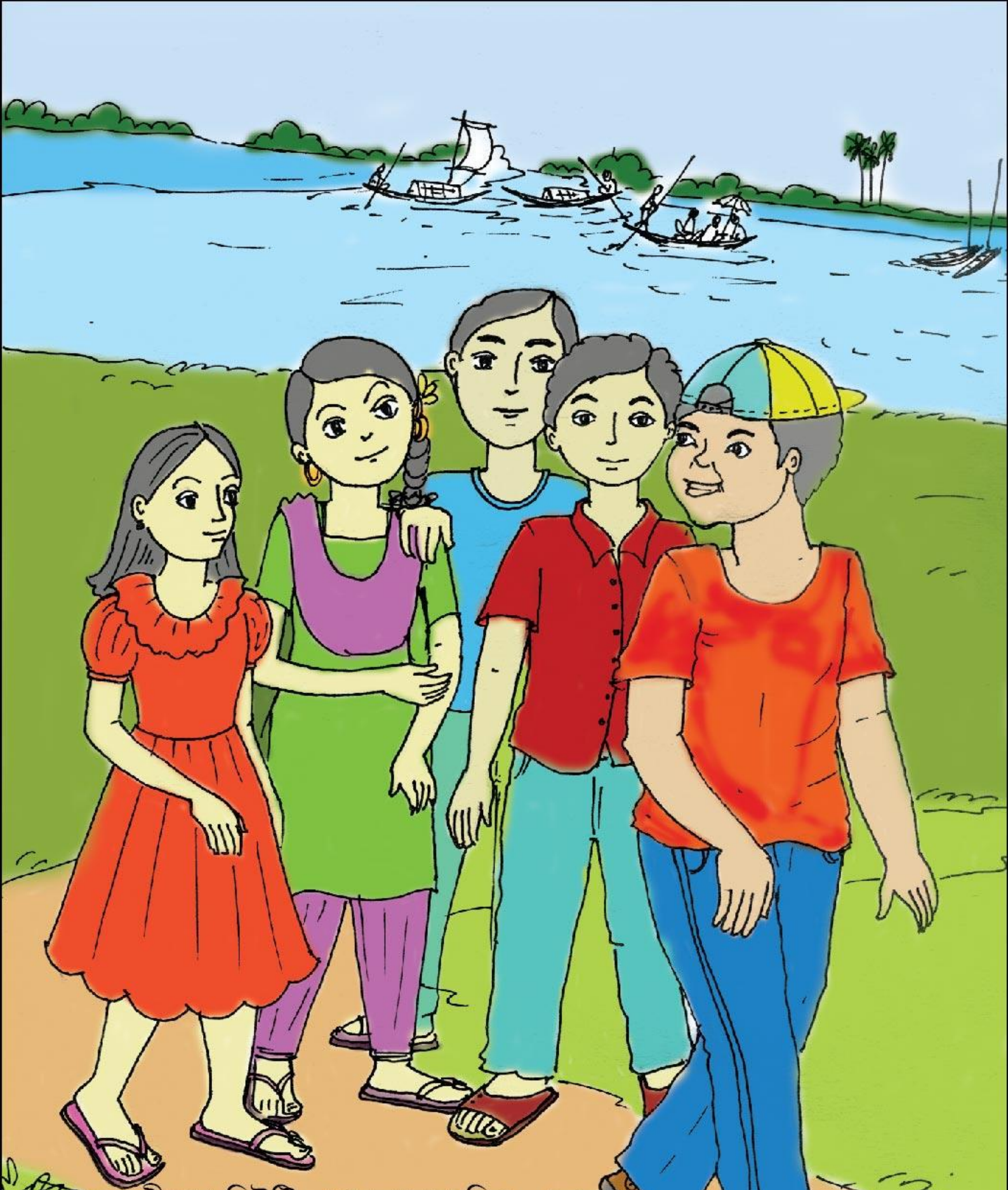

বীরেন ,বিউটি , খোকন আর বিনু - তোরা বাড়ি যা। আমি জয়াদের বাড়ি যাই। আজ ছুটির দিন, সবাই একসাথে নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। ও এলোনা কেন? দেখে আসি।

জয়া আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। ওকে আমার খুব ভালো লাগে। ও খুব মজা করে কথা বলে। খুব হাসি-খুশি আর চট করে যে-কাউকে আপন করে নেয়। যে-কারো বিপদে সবার আগে এগিয়ে যায়।

আজ ছুটির দিন, সবাই একসাথে নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। তুমি যে গেলে না! কী হয়েছে? মন খারাপ? নাকি পেট খারাপ?

আরে না। আমার মাসিক শুরু হয়েছে। তলপেটে ব্যথা। মেয়েদের মাসিকের সময় প্রায় সবারই এরকম হয়। এর চাইতে ছেলে হলে অনেক ভালো হতো, শুধু কিছু দাড়ি-গোঁফ গজাত। আচ্ছা, তোমারও কি মাসিক হয়?

হাঁ, হয়। আমার মাসিক মানে - যখন শুধু মিষ্টি খেতে আর টেলিভিশন দেখতে ইচ্ছে করে। তোমারও কি তাই?

পাগল! তুমি ছেলেটা আসলে খুব মজার। খুব মজা করে কথা বল। তোমার কথা শুনলেই হাসি পায় আর মন ভালো হয়ে যায়। চলো, উঠানে গিয়ে বসি।

বিজয়, তোমার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা, সেদিনের কথা আমি কখনো ভুলবো না। আমার বামহাতটা জন্ম থেকেই বাঁকা। আমি বামহাতটা সোজা করতে পারি না। খেলার সময় কয়েকটা ছেলে-মেয়ে সেটা নিয়ে আমাকে 'জয়া হাতুড়ি','জয়া হাতুড়ি' বলে খেপাচ্ছিল। তুমি যখন রেগে গিয়ে ওদের দিকে তেড়ে গেলে, তারা আমাকে খেপানো বন্ধ করল। সেই থেকে আমাকে কেউ আর খেপায় নি।

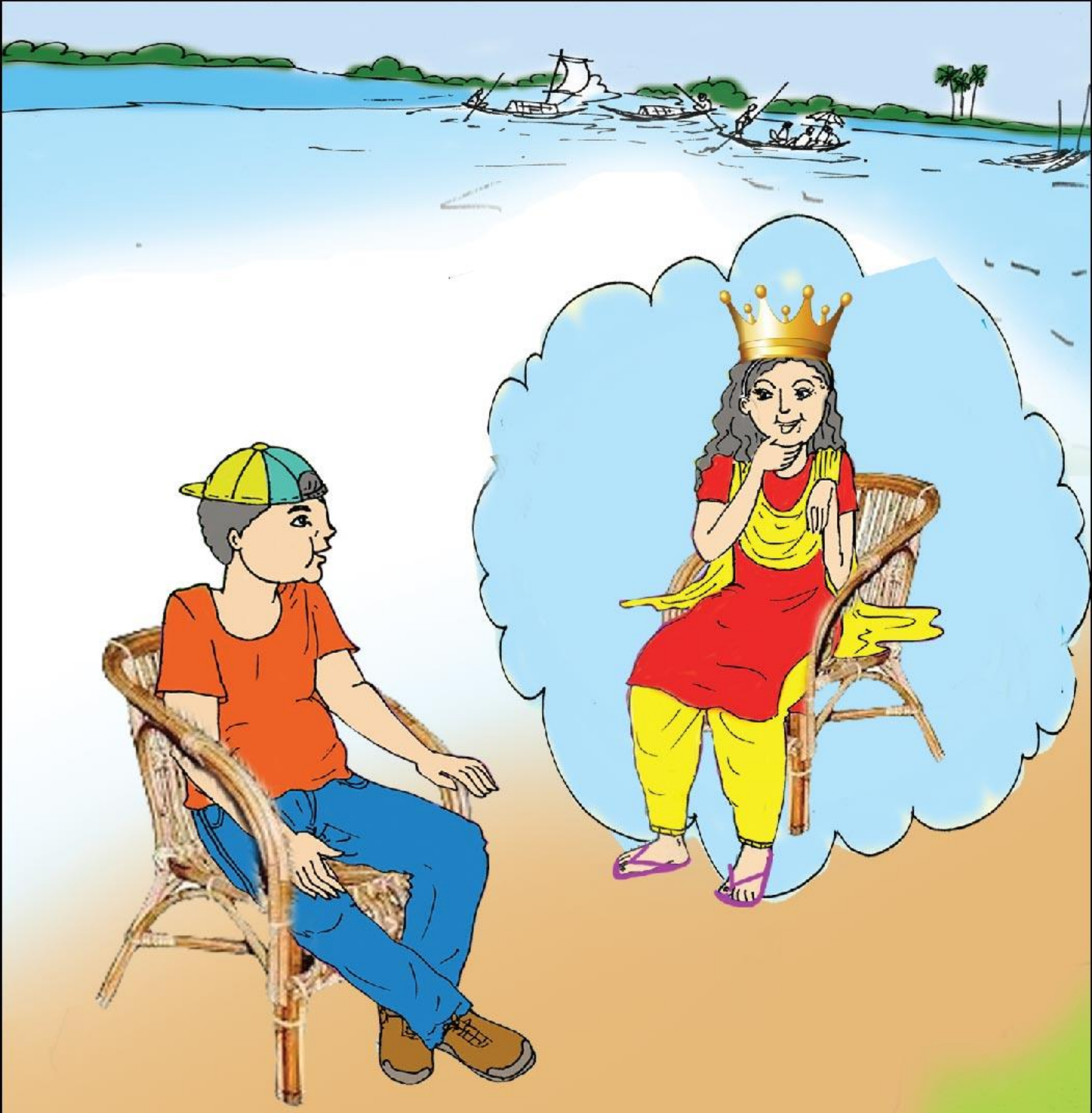

হ্যাঁ, আমার সব মনে আছে। আমি রূপকথার রাজপুত্রের মতো তোমাকে দৈত্য-দানো, ভূত-প্রেত আর বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাব। বাবা-মা রাজি হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব, তুমি হবে আমার রানি।

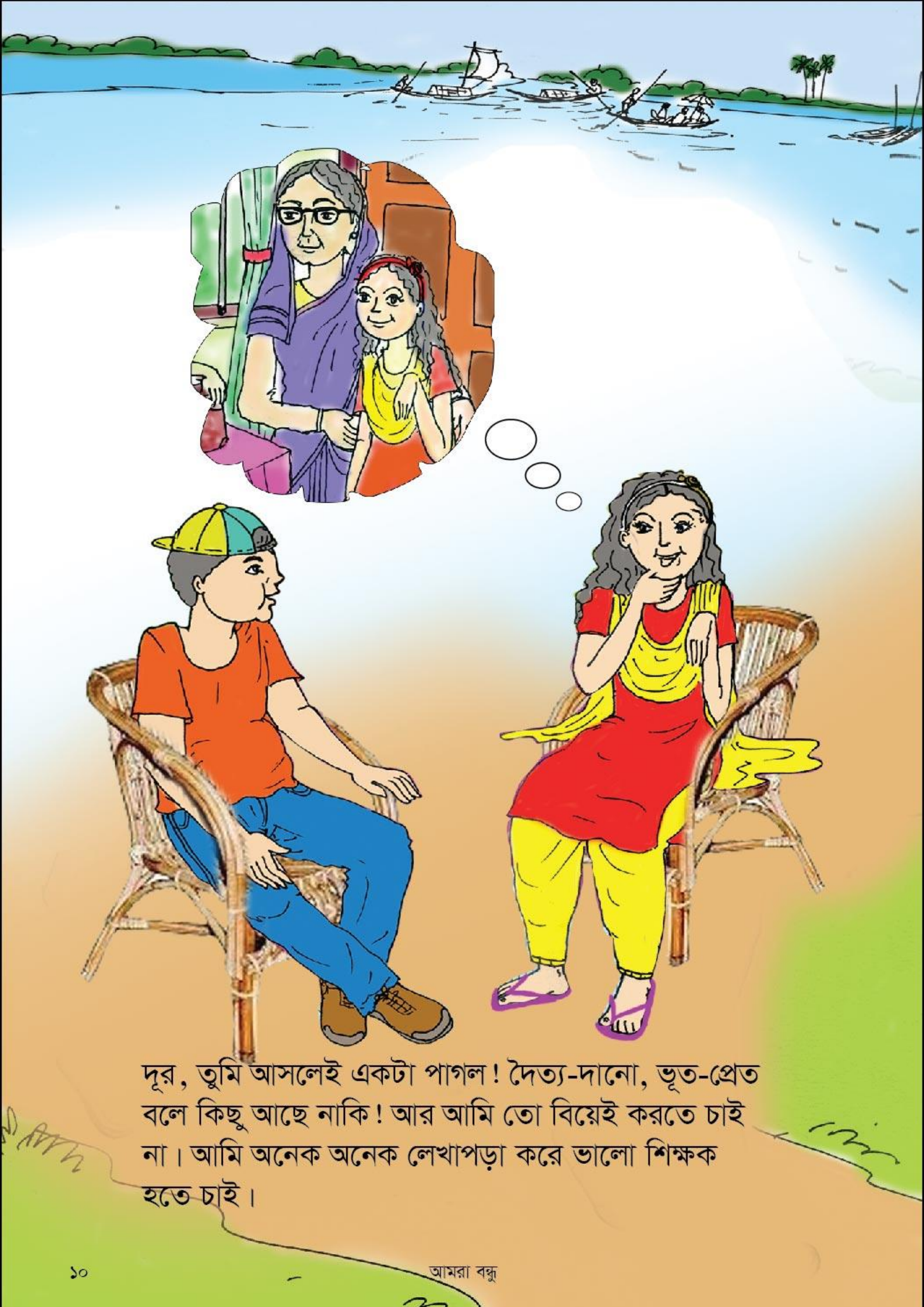

দূর, তুমি আসলেই একটা পাগল! দৈত্য-দানো, ভূত-প্রেত বলে কিছু আছে নাকি! আর আমি তো বিয়েই করতে চাই না। আমি অনেক অনেক লেখাপড়া করে ভালো শিক্ষক হতে চাই।

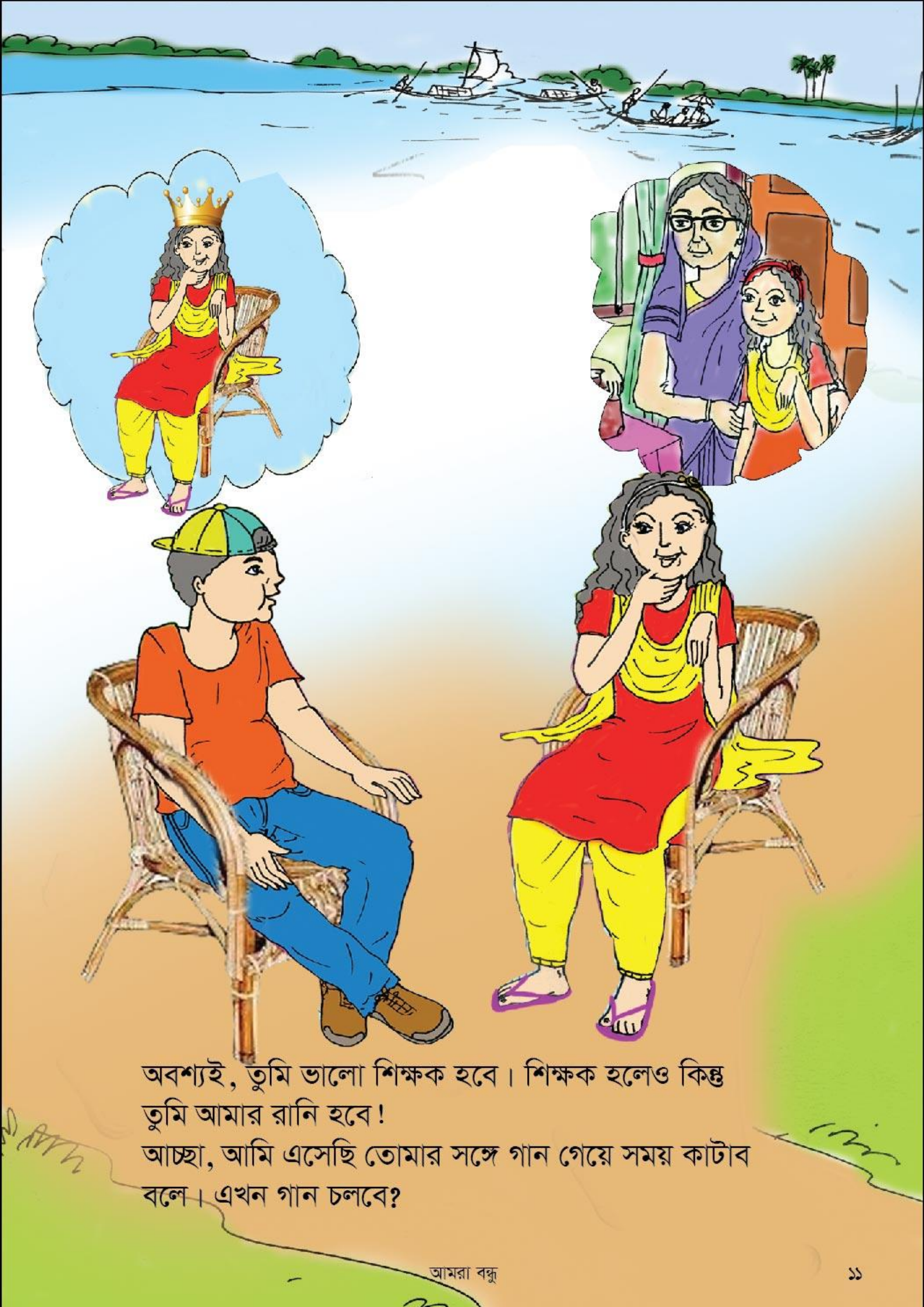

অবশ্যই, তুমি ভালো শিক্ষক হবে। শিক্ষক হলেও কিন্তু তুমি আমার রানি হবে!

আচ্ছা, আমি এসেছি তোমার সঙ্গে গান গেয়ে সময় কাটাব বলে। এখন গান চলবে?

অবশ্যই চলবে। তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার মনটা ভালো হয়ে গেছে। আর তলপেটের ব্যথাটাও একটু কমে এসেছে।

তুমি আসলেই আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

অমূল্য উপহার

- ও' হেনরি

উইলিয়াম সিডনি পোর্টার (ও' হেনরি)
১৮৬২-১৯১০

জিম ও ডেলা স্বামী-স্ত্রী। তাদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। শহরতলীতে ছোট্টএকটি বাসায় থাকে। তারা একে অপরকে খুব ভালোবাসে।

কাল বড়দিন। জিমের জন্য একটি উপহার কিনতে হবে। কিন্তু হাতে কোনো টাকা নেই। এই নিয়ে ডেলা চিন্তিত।

ডেলা আয়নায় নিজেকে দেখল। তার বাঁধা চুলগুলো ছেড়ে দিল। চুলগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। কান্নায় তার চোখ ভিজে গেল। চুলগুলো দেখতে ভারি সুন্দর, বাদামি রঙের। আর অনেক লম্বা - একেবারে হাঁটু পর্যন্ত। এই চুল তার অমূল্য সম্পদ। সে আবার চুলগুলো ভালো করে বেঁধে নিল।

অনেক ভেবেচিন্তে ডেলা চলে গেলো অনেক নামি-দামি এক মার্কেটে। উপহারসামগ্রীর দোকানে ঢুকে এটাসেটা নেড়েচেড়ে দেখল। যেটিই পছন্দ হয়, তার দাম অনেক বেশি, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। শেষে মানুষের চুল দিয়ে পরচুলা বানায় এমন এক দোকানে গিয়ে নিজের চুলগুলো বেচে দিল। সেই টাকা দিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি আর দরদাম করে জিমের হাতঘড়ির জন্য রূপালি রঙের খুব সুন্দর একটা চেইন কিনল। জিমের জন্যএকটা ভালো উপহার কিনতে পেরে ডেলা খুব খুশি।

সন্ধ্যার আগেই ডেলা বাসায় ফিরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার ছোট চুলগুলো দেখল। আর ছোটচুলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার বারবারই মনে হলো জিম এটা মেনে নেবে না। যাই হোক, সে জিমের জন্য তো একটা ভালো উপহার কিনতে পেরেছে! এসব ভাবনাচিন্তা বাদ দিয়ে সে জিমের জন্য রাতের খাবার আর কফি বানাতে গেল।

ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় জিম বাসায় ফিরল। দরজায় দাঁড়িয়েই জিম ডেলার দিকে তাকালো। কিন্তু ডেলা যে চুল কেটে ফেলেছে তা জিম মোটেও বুঝতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর জিম একটা প্যাকেট বের করল। ডেলাকে বলল, এটা দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। দেখ কী সুন্দর! তুমি অনেকদিন থেকেই চুলের যত্নের জন্য এই সেটটি কিনতে চেয়েছিলে।

ডেলা উপহারটা খুলে দেখল। দেখেই সে আনন্দে কেঁদে ফেলল। জিম তার জন্য সুন্দর এক সেট চিরুনি এনেছে, যা সে অনেকদিন থেকেই কিনতে চাচ্ছিল। কিন্তু এখন এগুলো দিয়ে কী হবে! এখন তো আর তার লম্বা চুল নেই!

এরপর ডেলা জিমকে দিল তার উপহার। হাত বাড়িয়ে জিমের সামনে মেলে ধরল হাতঘড়ির রূপালি রঙের সুন্দর চেইনটা।

উপহারটা দেখে জিম বলল, বাহ্ খুব সুন্দর তো! একটু হাসল। একটু পিছিয়ে গেল। তারপর একটু যেন থমকে দাঁড়াল। বলল, ডেলার জন্য চিরুনির সেট কিনতে গিয়ে সে ঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে।

শুনে ডেলা বিস্মিত, হতবাক! সে বলল, আমি তো তোমার হাতঘড়ির সুন্দর চেইনটা কেনার জন্য আমার লম্বা চুল বিক্রি করে দিয়েছি।

জিম এবার ডেলার দিকে তাকাল। ভালো করে তাকাল। তাইতো ডেলার চুলগুলো ছোট্ট করে ছাঁটা!

জিম ও ডেলা উপহার হাতে নিয়ে একে অপরের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। ঠিক কতক্ষণ তা কেউ জানে না। সময় দেখার একমাত্র ঘড়িটিও হাতে নেই।

অবশেষে জিম নীরবতা ভাঙল। বলল, চল আমরা উপহারগুলো যত্ন করে রেখে দিই। যখন আবার আমার একটা ঘড়ি হবে তখন এই সুন্দর চেইনটা কাজে লাগবে।

ডেলা বলল, আমার চুলগুলো যখন আবার বড় হবে তখন এই সুন্দর চিরুনিগুলো কাজে লাগবে।

এ দুনিয়ায় যারা ভালোবেসে একে-অপরকে উপহার দেয় তারা মহত। তবে সবচেয়ে সেরা জিম ও ডেলা। ওরাই ভালোবাসার প্রকৃত সমঝদার।

niketan নিকেতন ফাউন্ড্রেশন

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত

www.niketan.nl/en